ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প এবং সুনামির আগাম সতর্কতা জারি হয়নি

জোড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প এবং সুনামির সতর্কতা বা সাইরেন থাকলে এত মানুষের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হত না বলেই স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। তারা বলেছেন, ভূমিকম্পের আগাম খবর পাওয়ার পর ওই দেশের প্রশাসন নির্বিকার ছিল। প্রশাসনিক সতর্কতা থাকলে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হত। ভূমিকম্প এবং সুনামির ধাক্কায় ইন্দোনেশিয়ায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৭৬০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা। এরই পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ায় বিপন্ন মানুষজনকে উদ্ধারের কজে নিয়োজিত উদ্ধারকারী এজেন্সি জানিয়েছে, সুতোপো, নুগরোহ, পালু শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাঁচ হাজার মানুষের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্ধারকারী এজেন্সির আশঙ্কা, ভূমিধস ও বালির তলায় চাপা পড়ে আছে বহু মানুষের মৃতদেহ। সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলেই উদ্ধারকারী এজেন্সি জানিয়েছে। এত মানুষের সন্ধান না মেলা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এখন এই নিখোঁজদের দেহ জরুরি ভিত্তিতে খুঁজে বার করা দরকার। বিশেষ করে, তাদের পরিবার প্রিয়জনদের পথ চেয়ে বসে আছে। তাই আরও মানবিক হতে হবে ইন্দোনেশিয়া প্রশাসনকে।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

তৃতীয় অধ্যায়

জন্মকথা

খুদিরাম কহিলেন ঃ এখন থেকে তোমার যা সব দর্শন হবে, আমাকে ছাড়া আর কাকেও বোলো নি; রঘুবীর কৃপা করে যাই দেখান না কেন, আমাদেরই মঙ্গলের জন্যে---এই কথা মনে করে নিশ্চিত থাকবে; গয়াধামে গদাধর আমাকেও জানিয়েছেন আমাদিগকে আবার পুত্রমুখ দেখতে হবে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, খুদিরাম-গৃহিনী চন্দ্রা সত্যসত্যই অন্তসত্ত্বা হইয়াছেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। প্রতিবেশিনীরা জল্পনা করিত, বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হয়ে মাগীর এত রূপ! বোধ হয় প্রসবের সময় ব্রাহ্মণী এবার মারা পড়বে।

শুনা যায়, এই কালে চন্দ্রদেবী প্রায় নিত্যই নানা দেবদেবী দর্শন করিতেন, সাদা চোখে, সহজ অবস্থায়। কখন বা অনুভব করিতেন তাঁহাদের দেহের দিব্যগন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে; কখন বা দৈববাণী শুনিতে পাইতেন। আরও শুনা যায়, সকল দেবদেবীর উপরেই---গৃহদেবতা রঘুবীর, শীতলা এবং মহাদেবের উপরেও—তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন উছলিয়া উঠিয়াছিল। একদিন দেখেন, হাঁসের উপর চড়িয়া একজন আসিয়াছেন, রৌদ্রের তাপে তাঁহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার মন কেমন করিতে লাগিল ও তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে বাপ হাঁসে-চড়া ঠাকুর, রোদে তোর মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে, ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যা। ঠাকুরটি হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেলেন।

নত্যই ঐসকল দর্শনের কথা শুনিয়া, গয়ায় দৃষ্ট নিজের স্বপ্নের কথা বলিয়া খুদিরাম পত্নীকে বুঝাইতেন যে, অশেষ সৌভাগ্যের ফলে তিনি পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধরিয়াছেন ও তাঁহার পুণ্যস্পর্শেই তাঁহার ঐসকল দিব্যদর্শন হইতেছে। গর্ভধারণের সমকাল হইতেই চন্দ্রাদেবীর মন "সংসারের বাসনাময় কোলাহল" হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছিল, একটা সর্বজনীন প্রেম অধিকার করিয়াছিল তাঁহার মাতৃহৃদয়। নিদের সংসারের কাজ করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে গরীব প্রতিবেশিদের ঘরে গিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং নিতপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে যাহার যে বস্তুর অভাব দেখিতেন তাহাই তাহাকে দিয়া আসিতেন নিজের সংসারের হইতে লুকাইয়া লইয়া গিয়া।

দিনপঞ্জিকা

২৩ আশ্বিন, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, **১০ অক্টোবর,** ২৩ আহিন, সংবৎ ১ আশ্বিন সুদি, ২৯ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৪। **বুধবার,** প্রতিপদ দিবা ঘ ৭।৫৭ মিঃ। চিত্রানক্ষত্র দিবা ঘ ১২। ৩৭ মিঃ। বৈধৃতিযোগ দিবা ঘ ২।২৬ মিঃ ববকরণ ৭।৫৭ গতে বাবলকরণ রাত্রি ঘ ৭।৩৩ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**-- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১২।৩৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**—দোষনাই, দিবা ঘ ৭।৫৭ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**—পূর্ব্বে, দিবা ঘ ৭।৫৭ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি**— ঘ ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ১২।৫২ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ২।৩০ গতে ৪।২ মধ্যে। **যাত্রা**-- নাই, অপরাহ্ণ ঘ ৪।২৬ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৩৩ গতে যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ঘ ৪।২ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-- নাই। **বিবিধ**— দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭।৫৭ মধ্যে **শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপদাদিকল্পারম্ভ ও প্রতিপদবিহিত পূজা প্রশস্তা** এবং **দেবীর নবরাত্রিক ব্রতারম্ভ।** দিবা ঘ ৭।৫৭ গতে **অনধ্যায়। জাতীয় ডাকদিবস** (১০ অক্টোবর)। **অমৃতযোগ**-- দিবা ঘ ৬।২৭ মধ্যে ও ৭।১২ গতে ৭।৫৭ মধ্যে ও ১০।১৩ গতে ১২।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫০ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৩ গতে ৩।৯ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৬।২৭ গতে ৭।১২ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৩ আশ্বিন, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর, ২৯ মহরম, ২৩ আহিন্, উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৩, বুধবার, প্রতিপদ দি ঘ ৭/৫৬, সেহ্‌রী শেষ ৪।১০, ইফতার ৫।২২। **অদ্য শফর মাসের চন্দ্র উদয় হইবে ও তার ফজিলত।**

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

পৌর বৃত্তান্ত ঃ জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

দুই
আধুনিক পৌরব্যবস্থার প্রবর্তন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় বহু নতুন শহর গড়ে ওঠে। রেলগাড়ি চালু হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা বড় পরিবর্তন আসে। আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা শিল্পের বিস্তার এবং কলকাতা সংলগ্ন গঙ্গানদীর দুই পারে অসংখ্য চটকল গড়ে ওঠার ফলে এই দুটি অঞ্চলে বহু বহিরাগত কুলি-মজুর, মালিক-মহাজনের বসবাস শুরু হয়। এই শহরগুলিতে সাফাই, নিকাশি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রয়োজন দেখা দেয়, বিশেষত হাওড়া শহরে যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে সেই শহরের জনসংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে ১৮৬২ সালে একটি পৌরসভা গঠন করা হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলির নিরাপত্তা ও সেখানকার বাজারের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য ১৮৫৬-র টাউন পুলিশ অ্যাক্ট বা Act XX of 1856-এ সেখনকার ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রত্যেক শহরের জন্য জমাদার নামে একজন পুলিশ কর্মী নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

১৮৫৭-৫৮-র মহাবিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশ-ভারত সরকার ঋণগ্রস্থ হয় পড়ে। একটি হিসাব অনুসারে এই ঋণের পরিমান ছিল আটানব্বই মিলিয়ন পাউন্ড। এই ঋণ সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য ভাইসরয়-এর কাউন্সিল মেম্বার, জেম্‌স্ উইলিয়ম, সরকারকে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব দিলেন। বলা হল যে, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য পুর্ত্তকর্মের দায়িত্ব লোকাল বডির কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং এজন্য মানুষ যাতে সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকে সে শিক্ষা ও দিতে হবে। আবার ১৮৩৬-এ প্রকাশিত রয়্যাল আর্মি স্যানিটেশন কমিটির রিপোর্ট-এ ভারতীয় শহরগুলির অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল। এই সব কারণে ১৮৬৪-তে ভাইসরয় লর্ড লরেন্স (১৮৬৪-১৮৬৯) টাউন পুলিশ ব্যবহারের ব্যয়ভার শহরবাসীকেই বহন করতে নির্দেশ দিলেন। বলা হল যে, যে সব শহরের অধিবাসীরা এই দায়িত্ব নিতে সম্মত হবেন তাদের পৌরসভা গঠনের অনুমতি দেওয়া হবে। এই পৌরসভা প্রয়োজন মতো কর আদায় করতে পারবে। তবে তার বিধি নিয়ম স্থির করবে সেখানকার প্রাদেশিক সরকার। এই নির্দেশ মেনে নিয়ে ১৮৬০-এর দশকে ভারতের প্রাদেশিক সরকারগুলি নিজ নিজ পৌর আইন রচনা করলেন।

বঙ্গ সরকার ১৮৬৪-তে ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট বা Act III of 1864 পাশ করেন। এই আইন বলে, ঐ বছরই ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাটনা ও কুমিল্যা এবং

১৮৬৫ তে বর্ধমান, গয়া, শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া, আরা, মেদিনীপুর ও হুগলী-চুঁচুড়া শহরে পৌরসভা গঠিত হয়। হাওড়া পৌরসভাও পুনর্গঠন করা হয়। এই শহগুলিতে সেখানকার অন্ততপক্ষে সাতজন অধিবাসী, ডিভিশনাল কমিশনার, জেলাশাসক এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে পৌরবোর্ড গঠন করা হত। এই বোর্ডকে সেই শহরের হোল্ডিং প্রতি নির্ধারিত মূল্যের সাড়ে সাত শতাংশ পৌরকর ধার্যের অধিকার দেওয়া হয়। হাতি, ঘোড়া, গাড়ি ও গো-শকট থেকে কর আদায়ের ব্যবস্থা হল। অর্থাৎ এখন থেকে শহরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষেবার আর্থিক দায়দায়িত্ব পৌরসভাগুলিকে দেওয়া হল। এ কথাও বলা হল যে, এভাবে আদায়ীকৃত অর্থের অধিকাংশ টাউন পুলিশ খাতে খরচ করা হবে। অবশিষ্ট অর্থ সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে পৌর-পরিষেবার জন্য খরচ করা যাবে।

বড়লাট লর্ড মেয়োর আমলে (১৮৬৯-১৮৭২) রাজকীয় কোষাগারের চাপ কমাতে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ১৮৬৬-তে দুর্ভিক্ষের বছরে প্রশাসনের নজরে আসে যে, দূরবর্তী গ্রাম-গঞ্জে পৌঁছাবার মতো কোন রাস্তাই প্রায় নেই। দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে সামান্য কিছু অর্থ প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সড়ক বিভাগের দায়িত্ব ও তাদের হাতে ন্যস্ত করা হল। তদনুসারে বঙ্গ সরকারকে ১৮৬৮-তে ডিস্ট্রিক্ট্ টাউন্‌স্ অ্যাক্ট বা Act VI of 1868 আইন প্রণয়ন করলেন। ১৮৫৬-র টাউন পুলিশ অ্যাক্ট থেকে শহরগুলিকে মুক্ত করে এই আইনের অধীনে আনা হল। বলা হল, যে প্রতি শহরের পাঁচজন বাড়ির মালিক বা ব্যবসায়ী এবং সরকার মনোনীত অফিসারদের নিয়ে টাউন কমিটি গঠন করা হবে এবং প্রতি বছর সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ অবসর নেবেন, আর্থিক পরিস্থিতি ও বাড়ির আয়ের উপর হোল্ডিং পিছু সর্বোচ্চ ৭ টাকা পৌর কর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মচারী আদায় করলেন। আদায়ীকৃত অর্থের অধিকাংশ টাউন পুলিশ খাতে, অবশিষ্টাংশ সড়ক উন্নয়ন, জঞ্জাল সাফাই ও টিকাকরণের জন্য ব্যয়িত হবে। এই আইন বলে ১৮৬৮-তে ব্রাহ্মণ বেড়িয়া এবং ১৮৬৯-এ বাঁশবেড়িয়া, তমলুক, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা পৌরসভা গঠিত হয়।

Act II of 1873-এর আইনে বঙ্গ সরকার পৌরবোড গঠনে নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রয়োগ করলেন। বলা হল যে, বঙ্গ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, ১৮৬৪-র ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত কোন পৌরসভার দুই-তৃতীয়াংশ কমিশনার কর-দাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এই কমিশনাদের মেয়াদ হবে তিন বছর এবং তাদের এক তৃতীয়াংশ প্রতি বছর অবসর নেবেন। এই আইনে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা হল এবং ইনি চাইলে বেতন নিতে পারবেন। এই আইন বলে ১৮৭৩-এ শ্রীরামপুর এবং ১৮৭৪-এ বর্ধমান ও কৃষ্ণনগর পৌরসভাতে নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হয়।

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

খেলা

- গত ২৭-২৯ এপ্রিল স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় হলদিয়ায়। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান-সহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। এই চ্যাম্পিয়নশিপে ক্যারাটের দু'টি বিভাগে (কাতা এবং কুমিতে) সোনা জিতেছেন কলকাতার প্রহ্লাদ সর্দার---প্রথম দিন 'কাতা'-এ (ক্যারাটের বিভিন্ন কসরতের একক উপস্থাপনা) সোনা জয়ের পরে দ্বিতীয় দিন 'কুমিতে'-তেও (দু'জনের মধ্যে লড়াই) সোনা।
- ২০১৯ বিশ্বকাপ শুরু হবে ৩০ মে। চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ১২-টি মাঠে মোট ৪৮টি ম্যাচ হবে। সামনের বছরের বিশ্বকাপ আবার পুরানো প্রক্রিয়ায় হচ্ছে। মোট ১০-টি দল অংশ নিচ্ছে। ১৯৯২-তে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে যেমন সব দল সকলের সঙ্গে খেলেছিল, সে ভাবেই গ্রুপ লিগ হবে ৪৫টি ম্যাচ। তারপরে প্রথম চারটি দল সেমিফাইনাল খেলবে এবং অবশেষে ফাইনাল। আইসিসি সরকারি ভাবে বিশ্বকাপের সূচী ঘোষণা করে। আগামী বছর ইংল্যান্ডে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। এ বি ডিভিলিয়ার্সদের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ হবে ৫ জুন। ভারত-পাক দ্বৈরথ হবে ১৬ জুন ম্যাঞ্চেস্টারে।

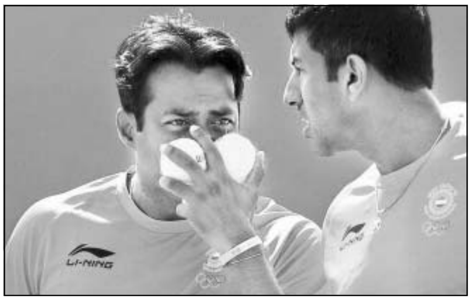

· **কমনওয়েলথ গেমসে ভারত তৃতীয় :**

গত ৪ থেকে ১৫ এপ্রিল কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসে অস্ট্রেলিয়ার কুইনসল্যান্ডের গোল্ট কোস্টে। মোট ৭১-টি কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোসিয়েশন অংশ নেয়। 'গোল্ড কোস্ট ২০১৮' সহ অস্ট্রেলিয়া পাঁচবার এই প্রতিযোগিতায় আয়োজকের ভূমিকা পালন করল। লিঙ্গ সমতার নিরিখে এবারের কমনওয়েলথ গেমস বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ—পুরষ ও মহিলাদের জন্য সমসংখ্যক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়---এই প্রথমবার এ ধরনের কোন ও বড়ো মাপের প্রতিযোগিতায় এই পদক্ষেপ করা হল। 'গোল্ড কোস্ট ২০১৮'-তে তৃতীয় স্থান দখল করে ভারত। ২১৬ জন ভারতীয় প্রতিযোগী অংশ নেন। মোট ৬৬-টি মেডেল জেতে ভারত---২৬-টি সোনা এবং ২০-টি করে রুপো ও ব্রোঞ্জ। এর মধ্যে ভারতের মেয়েরা জিতেছেন ১২-টি সোনা, ১০-টি রুপো ও ৬-টি ব্রোঞ্জ পদক। ভারোত্তলন, শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসে দেশকে সেরার শিরোপা এনে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা; আর বক্সিং-এ শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে দ্বিতীয় স্থানে ভারত।

· **ডেভিস কাপে রেকর্ড লিয়েন্ডারের :**

ডেভিস কাপে বিশ্ব রেকর্ড লিয়েন্ডার পেজের। তিনিই ডেভিস কাপের ইতিহাসে ডবলসে সর্বোচ্চ ম্যাচ জিতে নিলেন। তাঁর জয়ের সংখ্যা ৪৩। তাঁর রেকর্ডের দিন চিনকে ২-৩ এ হারিয়ে ওয়ার্ল্ড গ্রুপের প্লে অফে পৌঁছে গেল ভারত। গ্রুপের ডবলসে নেমেছিলেন রোহন বোপন্না ও লিয়েন্ডার পেজ। প্রথম সেট হেরে যায় এই জুটি। প্রতিপক্ষ বোপন্না ও লিয়েন্ডার পেজ। প্রথম সেট ভারতের জুটি হেরে যায় ৫-৭-এ। কিন্তু দ্বিতীয় সেটেই ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। তারপর ম্যাচটা পুরোপুরি ছিনিয়ে নেন লি-রা। ডবলসের শেষে খেলার ফল ভারতে পক্ষে ৫-৭। ৭-৬, ৭-৬। এই ম্যাচ জিতেই রেকর্ড করেন লিয়েন্ডার। লিয়েন্ডারদের জয় দেখে পরের আত্মবিশ্বাস ফিরে পান রামকুমার প্রজনেশরা সিঙ্গলসে রামকুমার রামনাথন ৭-৬, ৬-৩-এ হারিয়ে দেন ডি উকে। শেষ ম্যাচ জিতে বাজিমাত করেন প্রজনেশ। উল্টোদিকে ইবিং উকে দাড়াতেই দেননি প্রজনেশ গুণেশ্বরণ। তিনি ৬-৪, ৬-২-এ হারিয়ে দেন চিনের ইবিংকে। এই নিয়ে পর পর পঞ্চমবার ওয়ার্ল্ড প্লে-অফে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল ভারত। এর আগে চারবারই হারের মুখ দেখতে হয়েছিল। ২০১৪-তে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে, ২০১৫-তে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ২০১৬-তে স্পেনের বিরুদ্ধে ও ২০১৭ -তে কানাডার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে পেজের অভিষেক ঘটেছিল ডেভিস কাপেই।

· **এশীয় ব্যাডমিন্টনে সাইনা ও প্রণয়ের ব্রোঞ্জ :**

এশীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের লাড়াই শেষ হয়ে গেল সাইন নেহওয়াল ও এইচ এস প্রণয় সিঙ্গলস্ সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায়। সাইনা লড়াই করেও হেরে গেলেন গত বারের চ্যাম্পিয়ন বিশ্বের দু'নম্বর চিনা তাইপের তাই জু ইং-এর কাছে। সাইনা এই নিয়ে তাই জু-র কাছে ১৬ বারের মধ্যে আটবার হারলেন। চলতি বছরে সাইনাকে ইন্দোনেশিয়ান ওপেন ফাইনাল ও অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে হারতে হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ছেলেদের সিঙ্গলসে্ অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন চিনের চেন লং-এর বিরুদ্ধে হেরে যান প্রণয়।

· **নাদালের বার্সেলোনা ওপেন জয় :** রাফালের নাদাল। গত ২৯ এপ্রিল বার্সেলোনা ওপেন জিতলেন প্রত্যাশিত ভাবে। এই প্রতিযোগিতায় তাঁর ১১ নম্বর খেতাব। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৩ নম্বর গ্রিসের স্টেফানোস টিটিপাস নাদালকে খুব একটা সমস্যায় ফেলতে পারবেন না, ধরেই নিয়েছিলেন অনেকে। ঠিক সেটাই হল। ফাইনালে ৬-২, ৬-১ গ্রিসের তরুণকে উড়িয়ে দেন বিশ্বের এক নম্বর নাদাল। সঙ্গে ক্লে কোর্টে টানা ৪৬-টি সেট জেতার নজির গড়ে ফেলেন। এই প্রতিযোগিতাতেই সেমিফাইনালে ডেভিড গফিনকে হারিয়ে নাদাল ক্লে কোর্টে তাঁর ৪০০তম ম্যাচ জিতে নজির গড়েছিলেন। নাদালের আগে তিনজন এই রেকর্ড করলেও ম্যাচ জয় হারের দিক থেকে নাদাল সবচেয়ে এগিয়ে। এবার ক্লে কোর্টে ৪০১ নম্বর ম্যাচ জেতার পরে নাদালের গত দশটি বার্সেলোনা ওপেন জয়ের বিশেষ নজির গড়লেন।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

শোনাও তোমার অমৃতবাণী

'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'---শুনবেই বা কেন! উপযুক্ত বক্তা আর উপযুক্ত শ্রোতা দুইয়েরই তো অভাব বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে। অমৃতবাণী শোনাতে চাওয়ার ধৃষ্টতা তো একরকম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। যস্মিন কালে যদাচারঃ। বরণ অন্য সুরে নীচু স্বরে বাক্য বলা অভ্যাস কর। জানো না এটা নবীন প্রজন্ম? এখানে ধর্মোপদেশ, হিতোপ্রদেস নিষ্ফলে মাথা কুটে মরে। মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই হেথা অধিকার। এরই নাম প্রগতি; এরই নাম সংহতি আবার এরই নাম নাকি ফলশ্রুতি। হায় রে ভাগ্য! যে যত ভন্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান—কথাটা অপ্রিয় হলেও বাস্তবিক পক্ষে শতাধিক সময়োপযোগী। রুচির অবগুন্ঠনটা উন্মোচন করে দ্যাখো, কি পাচ্ছ? রুচির অপমৃত্যু। কুরুচির পাদপীঠে দাঁড়িয়ে 'স্বচ্ছ ভারত' আর 'নির্মল বাংলা' র গভীর স্বপ্নে জনস্রোতের দীর্ঘ প্রতিচ্ছবি। জানিনা, 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার।' তার চেয়ে অধিক ভালো ক্যাসেটটা উল্টে ফেলা যেখানে আছে রুচিশীল হিন্দি গানের মন মাতানো সুর-এর চেয়ে বেশি কিছু নাই প্রয়োজন। পরমহংস, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, বুদ্ধদেব প্রমুখ অমৃতময় বাণীর রূপকারদের তো পাগলা গারদে ঠাঁই হওয়া উচিৎ। কি হবে ওসব অমৃতময় বাণী শ্রবণে! সময় নেই সময় নষ্ট করবার। তার চেয়ে বরং ওসব বস্তাপচা বাণী শিকেয় তুলে সেল্‌ফি তোল, হোয়াটস্ অ্যাপ আর ফেসবুকে অধিক মনোযোগী হলে কাজের কাজ হবে। মনে রেখো এটা হাইটেকের যুগ। বাংলা গানের তাল, ছন্দ, লয় বড্ড ম্যাড়ম্যাড়ে শোনায়। ডি জে গানের রমরমার কাছে আবার ওসব! ফুঃ! উৎসব করো উৎসব, দশ বিশটা হাই সাউন্ডের স্পিকার সম্বলিত বক্স বাজিয়ে প্রতিযোগিতার আসর রমরমিয়ে তোল; হরিবাসরে ঘটা করে কীর্ত্তনগানের বদলে ঝ্যাকাশ অর্কেস্ট্রার আয়োজন হোক্, দেখবে শ্রোতার সংখ্যা শিকাগো বক্তৃতাকেও ছাপিয়ে যাবে। এটা করতে পারলে বর্তমান রুচির পটভূমিকায় তুমি পাবে সু-নাগরিকের শিরোপা। অথএব স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটুক খ্যাপাজলে। ছিঃ! ওগুলো খারাপ কে বলেছে? নৈব নৈব চ। সতর্ক করতে চেয়ো না; মারাত্মক বোকামি হবে। পারো তো সহ্য করো; নইলে আপন সম্মান সহযোগ কর্ণকুহরে সাইলেন্সার লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রতিবাহবিহীন কুলুপ এঁটে যোগাভ্যাস করো। 'উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় না শান্তয়ে।' অতএব সাধু সাবধান। খুলে দাও স্বার্থহীনতার সিংহদুয়ার। মনুষ্যত্বহীনতার কর্দমাক্ত পথ পরিহার করে এসো সাবলীল সুগম পথে। নারীজাতিকে সম্মান করতে শেখো। ওরা আজ আর থেমে নেই। কন্যাসন্তান আজ আদরণীয়া। কে তোমরা, ওদের প্রতি পাশবিক অত্যাচারে লিপ্ত? জানোনা, ওদের মধ্যেই রয়েছে সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী দময়ন্তীর প্রচ্ছন্ন রূপ? ওরাই পারে ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দান করতে। তাই তো আজ জগৎজুড়ে ওদের উন্নতিবিধানের চেষ্টায় মশগুল মঙ্গলকামী মা মাটি মানুষের সরকার। শান্তির অমৃতবাণী শোনাবার দায়িত্ব ওদের হাতেই তুলে দাও। ধরিত্রী হোক সালংকারা।

সুদীপ কুমার পাল
মানিকবাঁদী, সেলামপুর, হুগলী।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়